ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সালমানের বাড়িতে গুলির ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার

পৃঃ ৫

বিরাট কোহলিকে থামানোর পথ খুঁজছেন বাবর আজম

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২৮ ● কলকাতা ● ২৯ বৈশাখ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১২ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

মানিকের জামিনের আবেদন ফিরিয়ে দিল শীর্ষ আদালত হাইকোর্টে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাই কোর্টে জামিনের আবেদনের সুরাহা না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। তবে তাঁর আবেদনের সুরাহা হল না সুপ্রিম কোর্টেও। সেখান থেকেও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামলাটি কলকাতা হাই কোর্টে ফিরিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।প্রাথমিক মামলায় অভিযোগ, ৩২৫ জন প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও চাকরি পেয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা করে নিয়েছেন মানিক। এ ছাড়া ১০ জন পরীক্ষার্থীকে পাশও করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কিছু দিন আগে মানিককে বিচারভবনে হাজির করানো হয়েছিল। সেখানে সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি দাবি করেন, প্রাথমিকের মামলায় ইডি কোনও তদন্তই করেনি। যে ৩২৫ জন ফেল করা ছাত্রের চাকরি পাওয়া নিয়ে অভিযোগ, তাঁরা আদৌ ফেল করেছিলেন কি না, ইডির কাছে সেই সংক্রান্ত তথ্য নেই। ওই প্রার্থীদের রেজাল্টও দেখতে চেয়েছিলেন মানিক। তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁরা কেবল আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করছেন। নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে সিবিআইয়ের কাছে।নিয়োগ মামলায় জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মানিক। একই মামলায় তাঁর পুত্র সৌভিক ভট্টাচার্যকে জামিন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টই। সেখানে নতুন করে জামিনের আবেদন জানান মানিক। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বেলা ত্রিবেদীর বেঞ্চে শুক্রবার মামলাটির শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্টে জামিন চাইতে এসে মানিক বেশ কিছু নতুন নথি জমা দিয়েছিলেন। যা আগে হাই কোর্টে জমা দেওয়া হয়নি।

এই প্রথম ভাঙড়ে পা রাখতে চলেছেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশের ভোটে বাংলার বিধানসভা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে বাম-কংগ্রেস। কিন্তু তাঁদের জোট শরিক আইএসএফ পা রেখেছে রাজ্যের আইনসভায়। ১টি আসনে হলেও তাঁদের বিধায়ক হিসাবে রাজ্য বিধানসভার সদস্য হয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকি । তিনি জয়ী হয়েছেন কলকাতার কান ঘেঁষে থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এবং অধুনা কলকাতা পুলিশের আওতায় আসা ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে।

২০১৪ সাল থেকে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ হিসাবে কাজ করে চলেছেন অভিষেক। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভাঙড়ে তিনি কোনও সভা বা কর্মসূচি করেননি। গত বছর নবজোয়ার কর্মসূচির সময় ভাঙড়ের ওপর দিয়ে গেলেও, সেখানে নামেননি অভিষেক। সেখানে করেননি কোনও কর্মীসভা বা বৈঠকও। কিন্তু এবার লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে এই প্রথম ভাঙড়ে সভা করতে চলেছেন তিনি। আগামী ২৩ মে ভোজেরহাটে অভিষেকের সেই সভা ঘিরে এখন সেখানকার তৃণমূল নেতৃত্ব যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। একুশের ভোটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৩০টিতেও জিতেছিল তৃণমূল। কেবলমাত্র এই ভাঙড়ে তাঁরা পরাস্ত হয়। পঞ্চায়েত ভোটেও আইএসএফের সঙ্গে জোর টক্কর হয়েছিল তৃণমূলের। কিন্তু শেষ হাসি হেসেছিল অভিষেকের দলই। ভাঙড় ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে আওতায় পড়ে না। ভাঙড় রয়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে মধ্যে। সেই যাদবপুর লোকসভা আসনে জয়ের চাবিকাঠি থাকে ভাঙড়ের হাতে। আবার ভাঙড়ের সেই মাটিতেই আইএসএফ ও নওশাদের উত্থান কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে তৃণমূলকে। এই অবস্থায় সেখানে অভিশগেকের সভার আয়োজনই করা হচ্ছে ভাঙড়ের হারানো মাটি ফিরে পেতে আর নওশাদের দলবলের জমিদারি ঘোচাতে। সেই সভার প্রস্তুতিতে এখন থেকেই নেমে পড়েছেন এলাকার নেতারা। বুথস্তরে বৈঠকের পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় ভোটের প্রচার চলছে। অভিষেকের ওই সভায় প্রায় ৮০ হাজার জমায়েতের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তৃণমূল। আর অভিষেকের এই সভার আয়োজনে কিছুটা হলেও ভয় পেয়ে গিয়েছে আইএসএফ। কেননা তাঁদের ধারনা ছিল একুশের ভোটে রাজ্য বিধানসভায় খাতা খুলতে

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় চালু রেশন কার্ডের সংখ্যা কত জানতে চাইল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি নিয়ে চলছে তদন্ত। এরই মাঝে এবার বাংলায় চালু রেশন কার্ডের সংখ্যা কত তার হিসাব জানতে চাইল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ওরফে ইডি । সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই নিয়ে খাদ্য দফতরকে একটি চিঠি দিয়েছে তদন্তকারী এজেন্সি।প্রসঙ্গত, গত বছর অক্টোবর মাসে টানা ৫৩ ঘণ্টা অভিযানের বাকিবুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বর্তমানে ইডি হেফাজতে বাকিবুর। এই বাকিবুরের সূত্র ধরেই গ্রেফতার হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। বহু ঘণ্টা তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর অক্টোবরেই ইডির হাতে গ্রেফতার হন জ্যোতিপ্রিয়। গ্রেফতার হয়েছেন আরও অনেকেই। বর্তমানে জোর কদমে চলছে রেশন দুর্নীতির তদন্ত।তবে সেই চিঠির কোনো উত্তর এখনও মেলেনি। হাল ছাড়তে নারাজ ইডিও। ফের খাদ্য দফতরকে চিঠি পাঠাতে উদ্যত হয়েছেন গোয়েন্দারা।

ইডি সূত্রে খবর, বাংলার রেশন মামলার তদন্তের সূত্রেই রেশন কার্ড সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন। তাই খাদ্য দফতরকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে রেশন কার্ডের মাধ্যমেও রেশনে দুর্নীতি হয়েছে কী না তার খোঁজ পেতেই কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা।

খাদ্য দফতরের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, রাজ্যে কতগুলি অ্যাক্টিভ রেশন কার্ড বা চালু রেশন কার্ড রয়েছে। চালু থাকা রেশন কার্ডের সংখ্যা কত? ২০১৯ সালের আগে পর্যন্ত রাজ্যে মোট কত রেশন কার্ড ছিল? বর্তমানে সেই রেশন কার্ডের সংখ্যা কততে

এরপর ৩ পাতায়

বাবা রে! আমাকে আর রাজভবনে ডাকলে আমি আর যাব না: মমতা

হুগলি: নিউজ সারাদিন : ফের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন হুগলির সপ্তগ্রামে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই ফের একবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রসঙ্গে খুললেন মুখ।এরইমধ্যে সপ্তগ্রামের সভা থেকে রীতিমতো আতঙ্কের সুর শোনা গেল মমতার গলায়। রীতিমতো হাতজোড় করে বললেন, "বাবা রে! আমাকে আর রাজভবনে ডাকলে আমি আর যাব না। রাজভবনে আমি আর যাচ্ছি না ভাই। আমাকে রাস্তায় ডাকলে যাব। কথা বলতে হলে আমাকে রাস্তায় ডাকবেন। কিন্তু, যা কীর্তি-কেলেঙ্কারি শুনছি তাতে আপনার পাশে বসাটাও পাপ।"এমনকী সদ্য রাজভবনের তরফে যে সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আনা হয়েছে তা নিয়েও তুলে দিলেন প্রশ্ন। এদিন সপ্তগ্রামের সভা থেকে মমতা বলেন, "প্রেসকে ডেকেছিল রাজ্যপাল। এডিট করে কিছু ভিডিয়ো দেখিয়েছে। পুরোটা দেখিয়েছে কি? আমার কাছে কপি আছে। যেটা এডিট করেছে সেটাও আছে। আরও একটা ভিডিয়ো আমি পেলাম।" প্রসঙ্গত, রাজভবনের অন্দরে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছেন রাজভবনের এক মহিলা অস্থায়ী কর্মী। ওই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই বিগত কয়েকদিন ধরে তুমুল শোরগোল চলছে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। রাজ্যপালকে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার চ্যালেঞ্জ করেছিল শাসক দল তৃণমূল। এদিকে এরইমধ্যে ফুটেজ সামনে আনার সিদ্ধান্ত নেয় রাজভবন। বৃহস্পতিবার সকালে সামনে আসে সেই সব ফুটেজ। তবে ঘটনার ধোঁয়াশা যে পুরোপুরিভাবে কেটেছে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

অনুব্রত মণ্ডলের নীল-সাদা রঙের বাড়ির ছাদে উড়ছে গেরুয়া ঝাণ্ডা

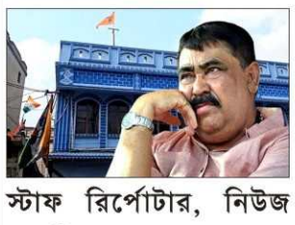

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার বোলপুর ও বীরভূম লোকসভায় ভোট গ্রহণ। তার ৪৮ ঘণ্টা আগে বোলপুরের নিচুপট্টিতে অনুব্রত মণ্ডলের নীল-সাদা রঙের বাড়ির ছাদে গেরুয়া ঝাণ্ডা উড়তে দেখা গেল।বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। কদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় প্রচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, লোকসভা ভোটের থেকে অনুব্রতকে দূরে রাখতেই ওকে জেলে বন্দি করেছে। ভোট মিটলেই ছেড়ে দেবে।

অনুব্রত মণ্ডল তিহাড় জেলে বন্দি। তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলও রয়েছেন তিহাড়ে। কেষ্ট মণ্ডলের স্ত্রী প্রয়াত। অর্থাৎ অনুব্রতর নিজের বলতে বাড়িতে কেউ এখন থাকেন না। এই অবস্থায় তাঁর বাড়ির ছাদে কে গেরুয়া ঝাণ্ডা লাগিয়ে দিল তা নিয়েই কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

মোদী আবার যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে পাঠাবেন:কেজরিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সেই সাংবাদিক বৈঠকে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি। কেজরিওয়াল বলেছেন, বিজেপিই তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিল।

মোদী আবার যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে পাঠাবেন।কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন বিরোধীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই নিয়ে সরব হয়েছিলেন। গতাকাল সুপ্রিম কোর্ট কেজরিওয়ালের অন্তকর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে। আগামী ১ জুন পর্যন্ত জামিনে থাকবেন কেজরিওয়াল। এই সময়ে তিনি প্রচারে অংশ নিতে পারবেন। তবে ২ জুন তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কেজরিওয়ালের জামিনের কথা শোনার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বাগত জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের মাঝে কেজরিওয়ালের জামিন বিরোধীদের চাঙ্গা রাখবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।মোদী আবার যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে পাঠাবেন।এমনকী বিরোধী দলের কোনও নেতাকেই ছাড়বেন না প্রধানমন্ত্রী মোদী। মমতাদিদিকে যেমন জেলে পাঠাবেন তেমন তালিকায় অখিলেশ সহ একাধিক বিরোধী দলের নেতা।

একে একে বিরোধী দলের সব নেতাকেই মোদী জেলে

এরপর ৩ পাতায়

'TV9 বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ'

মরা শিল্পে ভোটের ঘা!

'দেখুন , ১২ মে, রবিবার রাত ১০ টায়।'

কলকাতা, ১২ মে: নিউজ সারাদিন : ২০০১। নতুন শতকের গোড়ায় শিল্পের স্লোগানে ভর করে পথ হাঁটতে শুরু করলো বামেরা। রাজ্যে কর্মসংস্থানের বার্তা। বড় বড় শিল্পের স্বপ্ন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ডাক দিলেন শিল্পায়নের। বামেদের নতুন স্লোগান৪কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। ২০০৬ সালে সেই স্লোগানকে হাতিয়ার করে বিপুল ভোটে জিতেছিল বামেরা। এই বাংলায় লাখ লাখ তরুনের চোখে সেদিন কাজের স্বপ্ন। সিঙ্গার টাটার ন্যানো কারখানা। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব। শিল্প মানচিত্রে কত নাম! নয়াচর, শালবনি! না সেই সবই স্বপ্ন থেকে গেছে। কাজ জোটেনি। জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে বামেরা। তারপর দিনের পর দিন কেটেছে বড় শিল্পের মুখ দেখেনি এই রাজ্য। কেটেছে দেড় দশক। কিন্তু বাংলার শিল্পাঞ্চল বলতে যে জায়গাকে আমরা চিনি! ব্রিটিশ আমল থেকে যেখানে শিল্পের পথ চলা শুরু। দুর্গাপুর, আসানসোল, রানিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। যেখানে প্রায় দুশো বছর ধরে গড়ে উঠেছে উঠেছিল কয়লা, ইস্পাত শিল্প। স্বাধীনতার পর আরও গতি পায় এই অঞ্চলে শিল্প স্থাপন। কয়লা খনিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে থাকে বড় বড় শিল্প। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি যেখানে এককালে রেলের ওয়াগন তৈরি হত। দেশের প্রথম ওয়াগন ফ্যাক্টরি। এই তালিকা লম্বা। সেন র‍্যালের সাইকেল কারখানা, হিন্দুস্থান কেবল। আজ তালা ঝুলছে সবকটির গেটে। চারদিকে অশ্বত্থ গাছ ডালপালা মেলেছে। পেটেও তালা ঝুলেছে এই কারখানার কর্মীদের। আজ কেউ বাজারে ফুল বিক্রি করেন কেউ আবার লোকাল ট্রেনে ফেরি করেন। রানীগঞ্জ অঞ্চলে একের পর এক কোল ফিল্ড পরিত্যক্ত হয়েছে। খোলা মুখ খনির রমরমাতে এলাকায় নেমেছে ধস। ঘরছাড়া হাজারো মানুষ। মাটি ফেটে বেরোচ্ছে গ্যাস। যে কয়লা একদিন পেট ভরাত এলাকা আজ সেই খনির জন্যই ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে হয়েছে এলাকাবাসীকে। হাতে নেই কাজ। ভোট বঙ্গে বারবার ওঠে শিল্পায়ন ইস্যু! কিন্তু এই শিল্পাঞ্চলের ছবি কি চোখে পড়ে নেতাদের? ১৩ মে ২০২৪ এই শিল্পাঞ্চলে লোকসভা ভোট। এবারও সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভোটের ইস্যু কিন্তু বন্ধ শিল্প খোলার। এবার কি ফল মিলবে? কী ভাবছেন এলাকাবাসী? কেন হল এই দশা? কেমন আছেন সেই বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলের মানুষজন? এইসব নিয়েই 'TV9 বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ' মরা শিল্পে ভোটের ঘা!। দেখুন, ১২ মে, রবিবার রাত ১০ টায়।

ভিডিও বিতর্কের মধ্যেই এবার সন্দেশখালিতে

গেরুয়া শিবিরের অন্দরে কলহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভিডিও বিতর্কের মধ্যেই এবার সন্দেশখালিতে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে কলহ। বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস ঘোষের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল , স্থানীয় এক মণ্ডল সভাপতি শান্তনু পাইকের নামে। পোস্টারে অভিযোগ করা হয়ে, জেলা সভাপতি তাপস ঘোষের সঙ্গে তৃণমূলের গোপন আঁতাঁত রয়েছে। এমনকী তিনিই গঙ্গাধর কয়ালকে ফাঁসিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে ওই পোস্টারে।উল্লেখ্য, গত শনিবার সকালে সন্দেশখালির বিজেপি নেতার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ৩২ মিনিটের এই ভিডিওটি পোস্ট করা হয় তৃণমূলের তরফে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি কলকাতা টিভি ডিজিটাল)। ভিডিওতে সন্দেশখালির মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা সাজানো বলে দাবি করতে দেখা যায় স্থানীয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে। ভাইরাল হওয়া ভিভিওতে সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছে, ধর্ষণ-সহ বিভিন্ন অভিযোগ সাজানো হয়েছে। সবটাই হয়েছে পরিকল্পনামাফিক। আর এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গেছে। তারপর আরও একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। সেখানে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র, দলের আরও দুই মহিলাকে বলতে শোনা যায়, রাষ্ট্রপতির কাছে সাজানো লোকজন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁরা নির্যাতিত নন।শনিবার সকালে

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ লক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন নবদ্বীপ শাখার ১৫ তম সম্মেলন

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা উত্তোলন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য যারা স্বর্গীয় হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভাপতি গৌর সুন্দর দাস অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা উত্তোলন করেন। পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লাকস অ্যাসোসিয়েশন নবদ্বীপ আদালত শাখার ১৫ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো নবদ্বীপ আদালতে। এই সম্মেলন নগর স্বর্গীয় অনুপম চক্রবর্তী এবং মঞ্চ স্বর্গীয় সত্য রঞ্জন সাহা ও বিশ্বনাথ ঘোষের নামে উৎসর্গ করে অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতি স্বাগত ভাষণ এবং উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা এবং নবদ্বীপ আদালত এবং কৃষ্ণনগর জেলা আদালত ল ক্লাকস অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যবৃন্দরা। নবদ্বীপ আদালতের আইনজীবী তথা বার এসোসিয়েশনের সভাপতি সুভাষ কুন্ডু। বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো এই সম্মেলন। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কমল শর্মা এবং সভাপতি গৌর সুন্দর দাস বলেন অ্যাসোসিয়েশনের দীর্ঘদিনের বহু দাবী রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ করা হয়নি এখনো পর্যন্ত। আমরা বিভিন্নভাবে দাবি দাবা নিয়ে জেলা স্তর থেকে রাজ্য সরকার, রাজ্যপাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে দফায় দফায় আন্দোলন করে দাবি-দাওয়া আদায় চেষ্টা করেছি। আমাদের দাবিগুলোর মধ্যে হল রাইট টু অ্যাক্ট অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপের কার্যকরী করতে প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে হবে, আদালতে ও প্রশাসন বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, দালাল রোধে এ্যাকট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রুলস অবিলম্বে তৈরি করতে হবে, লিগাল এড কমিটিতে লকলারদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, ল ক্লার্ক জন্য সরকারিভাবে ওয়েলফেয়ার প্রকল্প চালু করতে হবে, অবিলম্বে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল ক্লার্ক একটি সংশোধন ও সংযোজন করতে হবে, আদালতে ও প্রশাসনে অবিলম্বে বাংলা ভাষায় কাজ চালু করতে হবে, আদালতে ও প্রশাসন বিভাগের সাধারণ মানুষের জন্য বসার জায়গা পরিশ্রুত পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা সরকারি ব্যয়ে করতে হবে, সমস্ত ল ক্লার্কদের জন্য সরকারি ব্যয় গ্রুপ ইন্সুরেন্স ও স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করতে হবে, লিগ্যাল এড কমিটিতে লক ক্লার্কদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, নবদ্বীপের সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)আদালত চালু করতে হবে, দ্রুত মামলার নিস্পত্তি মামলার জাবেদা নকল সময় মতো পাওয়ার ব্যবস্থা,পর্যাপ্ত পরিমাণ কোর্ট ফি,স্ট্যাম্পপাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ল ক্লাস্কদের দলিল লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। বয়স্ক ল ক্লার্ক দের জন্য বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যের সমস্ত আদালতে ভূমি সংস্কার দপ্তরে ও প্রশাসনে সরকারি ব্যয়ের সকল বসার জায়গা তৈরি করে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে ভোটাভুটির মাধ্যমে গঠিত হলো তিন বছরের জন্য নতুন কমিটি। পুরনো কমিটিকে বিদায় জানিয়ে নতুন কমিটির সভাপতি হলেন গৌর সুন্দর দাস, সহ-সভাপতি কমল শর্মা, সম্পাদক সুশোভন ব্যানার্জি সহ সম্পাদক দিলীপ সরকার, কোষাধ্যক্ষ চন্দন দেবনাথ। সদস্য হলেন সঞ্জীব দেবনাথ, সৌমেন্দ্র নাথ জোতদার, আনন্দ ভৌমিক সুধাংশু সমাদ্দার। শপথ বাক্য পাঠ করান পর্যবেক্ষক বিশ্বজিৎ সিংহ।

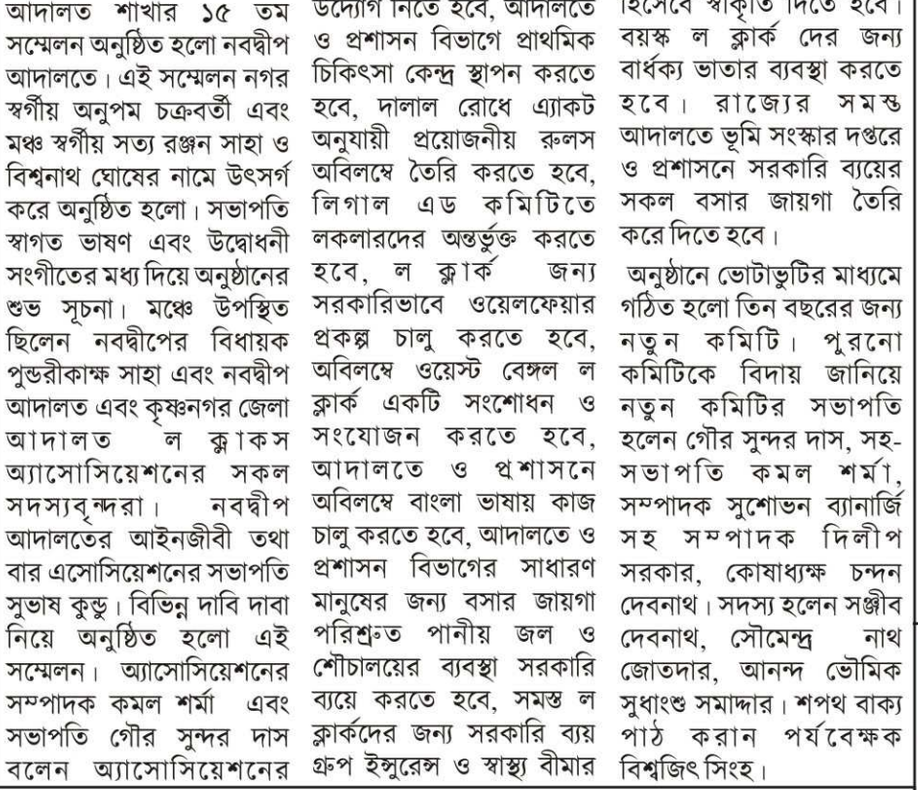

আমরা ক্ষমতায় এলে

পাঁচটি বড় গ্যারান্টি বাস্তবায়ন করব: ড. রাজ

ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক,সিনিয়র সাংবাদিক। নয়াদিল্লি, মে ১১, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ডঃ উদিত রাজ, দেশের একজন সুপরিচিত দলিত নেতা এবং উত্তর-পশ্চিম দিল্লির কংগ্রেস প্রার্থী, বলেছেন যে যদি ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স ক্ষমতায় আসে, দলের ইশতেহার অনুযায়ী, ৩০ লক্ষ যুবক। শিগগিরই পাঁচটি মূল বিষয় বাস্তবায়ন করা হবে।

ডক্টর উদিত রাজ, একজন প্রাক্তন ভারতীয় রাজস্ব পরিষেবা কর্মকর্তা, একটি সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বলেছিলেন যে আরএসএস এবং বিজেপি সংবিধান এবং সংরক্ষণের বিরোধী, যা ল্যাটারাল এন্ট্রির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি বাতিল করতে চায় কিন্তু নিয়োগগুলি এর একটি উদাহরণ।

এক প্রশ্নের জবাবে, দলিত নেতা বলেছিলেন যে তিনি একটি প্ল্যাটফর্মের সন্ধানে বিজেপিতে গিয়েছিলেন, তিনি যখন দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য কাজ শুরু করেছিলেন সংসদে যে কেউ দেখতে পারেন।

তিনি বলেন, আমি অবশ্যই বিজেপির সাংসদ ছিলাম, কিন্তু আমি সংসদে বঞ্চিত সমাজের সমস্যাগুলো তুলে ধরেছি, কারণ আমি বিজয়ের পর দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আসা মানুষকে উন্নত চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি একজন এমপির, এটা সবার জন্যে আমি এই ধর্মকে খুব ভালোভাবে অনুসরণ করেছি।

ডক্টর উদিত রাজ ক্ষমতায় আসার পর পাঁচটি বড় কাজের বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় পানি, বিদ্যুৎ, রাস্তা, পার্ক, স্কুল, কলেজ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি ৩০ লাখ শূন্য সরকারি চাকরি করবেন পদে তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ছাড়াও গ্যারান্টির শীর্ষ বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

সুতপাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটল মুর্শিদাবাদে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুতপাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটল মুর্শিদাবাদে। এ বার প্রেমিকাকে ফোন করে ডেকে এনে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানা এলাকায়। ঘটনার কিছু ক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভরদুপুরে প্রকাশ্যে এমন হাড়হিম করা ঘটনায় থমথমে গোটা এলাকা। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের২ মে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের গোরাবাজার এলাকায় খুন হন কলেজছাত্রী সুতপা চৌধুরী। মেসের দরজার সামনেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরী। ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপান সুতপাকে। হাতে থাকা নকল পিস্তল উঁচিয়ে আশপাশে ভিড় জমাতে থাকা স্থানীয়দের দিকে তেড়ে যান ওই যুবক। চোখের সামনে খুন হতে দেখেও আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসার সাহস করেননি। এমন নৃশংস ঘটনায় রাজ্য জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। পরের দিনই সমশেরগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হন সুশান্ত। জানা যায়, সুতপার পূর্বপরিচিত তিনি। সম্পর্কের জটিলতার জেরে খুন করেন প্রাক্তন প্রেমিকাকে। গত বছরেই সুতপা হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সুশান্ত চৌধুরীকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে আদালত। সেই হত্যাকাণ্ডের দু'বছর পর প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটল সেই মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইতিমধ্যে মৃতার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মিঠু শেখ নামে এক যুবক তাঁর 'দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা' সাবিনা খাতুনকে ফোন করে ডাকেন। অন্য এক যুবকের সঙ্গে প্রেমিকার সম্পর্ক রয়েছে, এই সন্দেহ করে তাঁদের ঝগড়া শুরু হয়। ওই বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে মিঠু হঠাৎই পকেট থেকে একটি ছুরি বার করে এলোপাথাড়ি সাবিনাকে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। ধারালো ছুরির আঘাতে গলার নলি কেটে যায় নাবালিকার। রক্তে ভেসে যায় অকুস্থল। নাবালিকার গোঙানির শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন। তত ক্ষণে দৌড়ে পালিয়ে যান ওই যুবক। খবর পেয়ে কিছু ক্ষণের মধ্যেই পুলিশ পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। পুলিশ নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রেমিকাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত। কিন্তু, কিছু ক্ষণের মধ্যেই ওই যুবককে হাজারিপাড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর মধ্যে অভিযুক্তের পরিবার সূত্রে খবর, ওই নাবালিকার সঙ্গে কয়েক বছরের সম্পর্ক ছিল মিঠুর। কিন্তু কয়েক মাস আগে তাঁদের সম্পর্কের অবনতি হয়। সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল ওই নাবালিকা। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে অশান্তি হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে যে এমন ঘটনা ঘটবে, কেউ কল্পনাই করতে পারেননি। পরিবারের এক সদস্য বলেন, "মানসিক অবসাদ থেকে ওই নাবালিকাকে খুন করে ফেলেছে মিঠু!"

১-ম পাতার পর

বাংলায় চালু রেশন কার্ডের সংখ্যা কত জানতে চাইল ইডি

দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি রেশন কার্ড ডিজিটালাইজ[]ড হওয়ার সময় রাজ্যে মোট কত রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে সেই পরিসংখ্যানও জানতে চেয়েছে ইডি।

ইডি সূত্রে খবর, রেশন কার্ডের তথ্য নিয়ে বর্তমানে আরও দুটি বিষয় জানতে চাইছেন তারা। প্রথমত, মৃত্যুর পরে কোনও ব্যক্তির রেশন কার্ড নিয়ম মেনে বাতিল করা হচ্ছে, না কী সেই রেশন কার্ডের মাধ্যমে বেআইনি ভাবে রেশন তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি অ্যাক্টিভ রেশন কার্ডের সংখ্যা মাধ্যমে রাজ্যে রেশনের চাহিদা সম্পর্কেও ধারণা পেতে চাইছেন তারা।

১-ম পাতার পর

এই প্রথম ভাঙড়ে পা রাখতে চলেছেন অভিষেক

পারায়, রাজ্যে দলের বিস্তার সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু তৃণমূলের সাংগঠনিক দক্ষতার কাছে তাঁরা পর্যদুস্ত হয়েছে সেই লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে। এমনকি কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপির দিক থেকেও অঢেল সাহায্য পেয়েও তাঁরা সেই ভাবে এখনও দাগ কাটতে পারেনি বাংলার রাজনীতিতে। আর এখন তো চেপে বসেছে জমি হারাবার ভয়।ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য তৈরি হওয়া তাঁদের প্রাণপ্রিয় আইএসএফ দলটি অবশ্য বাংলার রাজনীতিতে এখনও সেভাবে বড় কোনও ভেলকি দেখাতে পারেনি।

এমনকি যে ভাঙড় থেকে নওশাদ বিধায়ক হয়েছেন সেখানেও এই দল সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। রাজ্যের অন্যত্র কোথাও দাগ কাটার কথা নাহয় ছেড়েই দেওয়া গেল। কিন্তু এবার সেই ভাঙড়েই নওশাদের পায়ের নীচে থাকা অবশিষ্ট মাটিটুকুও কেড়ে নিতে সেখানে জনসভা করতে চলেছেন বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আগামী ২৩ মে ভাঙড়ের ভোজেরহাটে রয়েছে সেই সভা।

লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণার আগে থেকেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বেশ হুমকি দেওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন যে, এবারের ভোটে অভিষেকের ডায়মন্ডহারবার থেকে নওশাদ সিদ্দিকিকে জোট প্রার্থী হিসাবে তুলে ধরা হবে। সেই তালে তাল মিলিয়েছিলেন নওশাদও। তিনি তো রীতিমত নিজেকে ডায়মন্ডহারবারের প্রার্থী হিসাবেই প্রায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। অভিষেক অবশ্য কোনওদিনই এইসব হুমকি ধমকিকে পাত্তা দেননি। সেই নিয়ে বড় কোনও মন্তব্যও করেননি। কিন্তু নওশাদ ও শুভেন্দুর পরিকল্পনায় জল ঢেকে দেয় বামেরাই। তাঁরা এই লোকসভা কেন্দ্রটি আইএসএফ-কে ছাড়তে রাজী হয়নি। আবার আইএসএফের নেতৃত্বও নওশাদকে সেখানে থেকে প্রার্থী হওয়ার ছাড়পত্র দেয়নি। সব মিলিয়ে নওশাদের চ্যালেঞ্জ এখন অস্তাচলে। অভিষেক কিন্তু ডায়মন্ডহারবার থেকেই প্রার্থী হয়েছেন। গতকালই তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তার জন্য।আর এবার তিনি ভাঙড়ের মাটিতে পা রাখতে চলেছেন নওশাদের জমিদারি কেড়ে নিতে। উল্লেখ্য, এই প্রথম ভাঙড়ে পা রাখতে চলেছেন অভিষেক। এই প্রথম সেখানে কোনও সভাও করতে চলেছেন তিনি।

১-ম পাতার পর

অনুব্রত মণ্ডলের নীল-সাদা রঙের বাড়ির ছাদে উড়ছে গেরুয়া ঝাণ্ডা

ভোটের সময়ে অনেক কিছুই রটে যায়। অনুব্রতর বাড়ির ছাদের এই ভিডিও হুহু করে ভাইরাল হয়েছে নেট পাড়ায়। তা লুফে নিতে দেখা গিয়েছে বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্যকে।

অমিত টুইট করে লিখেছেন, 'শেষমেশ সব পাপীই শান্তির সন্ধানে প্রভু রামের পায়ে পড়েন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ এবং কুখ্যাত অপরাধী অনুব্রত মণ্ডলও ব্যতিক্রম নয়। তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছে মণ্ডল। তাকে তায্য করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। চতুর্থ দফায় ভোটের আগে তার বাড়িক ছাদে ভগবান রামের গেরুয়া পতাকা উড়ছে।"

বীরভূমে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন অনুব্রত। তাঁর দাপট এতটাই ছিল যে জেলায় বিরোধী দলগুলি সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে সুবিধা করে উঠতে পারেনি।কিন্তু এই প্রথম বীরভূমে লোকসভা ভোটে অনুব্রত থাকবেন না। তাও এক চ্যালেঞ্জ জেলা তৃণমূলের কাছে।

এদিন জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, গেরুয়া শিবিরেরই কেউ নিশ্চয়ই বদমায়েশি করে ওই ঝাণ্ডা কেষ্টা মণ্ডলের বাড়ির ছাদে লাগিয়ে দিয়েছে। বাপ-বেটি বাড়িতে নেই। এই সুযোগ নিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হবে।

১-ম পাতার পর

মোদী আবার যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে পাঠাবেন:কেজরিওয়াল

পাঠাবেন। হেমন্ত সোরেনকে জেলে পাঠিয়েছেন। এবার এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমকে স্টালিন, তেজস্বী যাদব, পিনারাই বিজয়ন, উদ্ধব ঠাকরে সহ বিরোধী দলের সব নেতাকে টার্গেট করে করে জেলে ভরবে মোদী শাহরা।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও দাবি করেছেন, এবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নেবেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রী পদে বসবেন অমিত শাহ। কেজরিওয়ালের এই মন্তব্য নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, নরেন্দ্র মোদীই হবেন তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী। এবং তিনি তাঁর পুরো কার্যকাল শেষ করে যাবেন।

কেজরিওয়ালকে গতকালই সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। আবগারী দুর্নীতি মামলার কিংপিন অভিযোগ ইডি তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লির আবগারী নীতি বদল করে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এবং গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনে হাওয়ালার মাধ্যমে সেই টাকা খাটানো হয়েছে বলে দাবি করেছে ইডি। এতোদিন দিল্লির তিহাড় জেলে ছিলেন কেজরিওয়াল। জেল থেকেই তিনি সরকারের কাজ পরিচালনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেননি।

অধীরের গড়ে অধীরের পক্ষে লড়াই করা কঠিন হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহরমপুর লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের শেষলগ্নে ঝড় তোলার মরিয়া চেষ্টা করলেন কংগ্রেস সাংসদ-প্রার্থী অধীর চৌধুরীর। এবারের লড়াইটা যে বহরমপুরে গত ২৫ বছরের সাংসদ অধীরের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন তা অনেকেই মানছেন। তৃণমূলের ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে অধীরের লড়াইটা দল বনাম ব্যক্তির হয়ে দাঁড়িয়েছে।চলতি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে তার এক মন্তব্য নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এক ভাইরাল ভিডিয়োয় অধীরকে উত্তেজিত হয়ে বলতে শোনা যায়, কাউকে না পেলে বিজেপি-কে ভোট দিন তবু তৃণমূলকে কোনওভাবেই ভোট দেবেন না। যদিও সেই ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি লেটস্টলি বাংলা। অধীর এই বিষয়ে মন্তব্য করেননি।

অধীর গড়ে বহরমপুরে কোনও বিধানসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের দখলে নেই। বহরমপুরের ৬টি বিধানসভায় তৃণমূলের বিধায়ক থাকলেও, অধীরকেই ফেভারিট ধরা হচ্ছে একমাত্র তার ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মার জন্য। প্রচারের মাঝে অধীরের গাড়ি আর বিজেপি প্রার্থী নির্মল সাহা-র গাড়ি মুখোমুখি পড়ে যায়। অধীরকে দেখে হাতজড়ো করে সম্মান জানান বিজেপি প্রার্থী বিজেপি প্রার্থী নির্মল সাহা। বিজেপি প্রার্থীর পাশে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি অধীরের দিকে ফুলও ছুড়ে দেন। অধীরও সৌজন্যবশত বিজেপি প্রার্থীকে নমস্কার জানান। অধীর বনাম ইউসুফের লড়াইয়ে সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগিতে জয়ের স্বপ্ন দেখছেন বিজেপি-র নির্মল সাহাও।

সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময়

সন্দেশখালি প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন অমিত শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। লোকসভা ভোটের প্রচার করতেও তাঁর কোনও বাধা নেই বলে জানিয়েছে। আর জেল থেকে বেরিয়ে আম আদমি পার্টির কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই নিজের ফিরে আসার বার্তা দিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় সন্দেশখালি প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন অমিত শাহ। এপ্রসঙ্গে বলেন, ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য বছরের পর বছর ধরে মহিলাদের ধর্মের ভিত্তিতে অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও এই ঘটনাকে বন্ধ করার জন্য কোনও পদক্ষেপই নেয়নি।

তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে সন্দেশখালিতে ধর্ষণের অভিযোগের বিষয়টি বিজেপির সাজানো ঘটনা। এপ্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, "তৃণমূলের একটা ধরন আছে। প্রথমে তারা একটা অপরাধ করে তারপর সেটা সবার সামনে ভুল প্রমাণ করার জন্য আরও অপরাধ করে। হাইকোর্ট এবং মহিলারা কি মিথ্যা কথা বলছে? সিবিআই যে তদন্ত করছে তা কি ভুল?"

বিজেপির স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই আরও ধারালো এবং শক্তিশালী হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তারপরই তাঁর জামিন পাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মাজদিয়া, রামপুরহাট ও আসানসোলে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সন্ধ্যায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেল থেকে বেরোনোর পর বিজেপিকে যখন লোকসভা ভোটে হারিয়ে দেশের ক্ষমতা থেকে উৎখাতের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন তখনই তাঁর জামিন পাওয়ার বিষয়টিকে নিয়ে কটাক্ষ করেন অমিত শাহ।আম আদমি পার্টির প্রধান যে ভোটে প্রচারের অনুমতি পেয়েছেন তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা বলেন, এটা সাময়িক সময়ের জন্য জামিন। ওনাকে জুনের এক তারিখের পর আত্মসমর্পণ করতে হবে। উনি নির্বাচনের প্রচার করতে পারবেন, কিন্তু যেখানেই তিনি প্রচার করতে যাবেন সেখানকার মানুষরা শুধু আবগারি দুর্নীতির কথাই মনে করবেন।

সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় সন্দেশখালি প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন অমিত শাহ। এপ্রসঙ্গে বলেন, ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য বছরের পর বছর ধরে মহিলাদের ধর্মের ভিত্তিতে অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও এই ঘটনাকে বন্ধ করার জন্য কোনও পদক্ষেপই নেয়নি।

বিজেপি নেতা দেবরাজে গৌড়ার বিরুদ্ধেই উঠল যৌন হেনস্তার অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার নাতি প্রজ্বল রেভান্নার যৌন নির্যাতনের ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁরই বিরুদ্ধে। তিনি অবশ্য কংগ্রেসকেও কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। সেই বিজেপি নেতা দেবরাজে গৌড়ার বিরুদ্ধেই উঠল যৌন হেনস্তার অভিযোগ। শোনা গিয়েছে, ওই ভিডিও নাকি ছড়ানোর পিছনে দেবরাজেই। যদিও তিনি দায় ঠেলেছিলেন কংগ্রেসের দিকে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে প্রজ্বলের বাবা এইডচি রেভান্নার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন দেবরাজে। গত বছর তিনিই বিজেপির কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে হাসান কেন্দ্র থেকে জোটসঙ্গী জেডিএসের প্রার্থী প্রজ্বলকে টিকিট না দেওয়ার জন্য।৩৬ বছর বয়সি এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করা হয়েছে।

জানা যাচ্ছে, গত ১ এপ্রিলই ওই নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি তা প্রকাশ্যে আসে। অবশেষে শুক্রবার বেঙ্গালুরু থেকে চিত্রদুর্গ যাওয়ার পথে তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে তাঁর

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

ভিডিও বিতর্কের মধ্যেই এবার সন্দেশখালিতে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে কলহ

সরবেড়িয়া, ধামাখালি, রামপুর সহ সন্দেশখালির বিভিন্ন জায়গায় সাদা কাগজে কম্পিউটারে ছাপানো পোস্টার দেখা যায়। তাতে কোনওটায় লেখা, 'জেলা সভাপতি তাপস ঘোষের সঙ্গে তৃণমূলের গোপন আঁতাত মানছি না, মানব না।' কোনওটায় আবার লেখা, 'গঙ্গাধর কয়ালকে ফাঁসানো হল কে, তাপস ঘোষ জবাব দাও।' প্রতিটি পোস্টারের নীচে রয়েছে মণ্ডল সভাপতি শান্তনু পাইকের নাম।এইসব পোস্টার দেখেই সন্দেশখালিতে প্রশ্ন উঠেছে, সত্যিই কি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালকে দলের নেতারাই ফাঁসালেন। পোস্টার লাগানো নিয়ে মুখ খোলেননি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি শান্তনু পাইক। জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, আমি পোস্টার চোখে দেখিনি। শুনেছি, শান্তনু কয়ালের নামে কে পোস্টার লাগিয়েছে। আমাকে যদি কেউ এক গলা জলে দাঁড়িয়েও বলে যে শান্তনু পোস্টার লাগিয়েছে আমি তা বিশ্বাস করব না। এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, এটা বিজেপির টাকার বখরা নিয়ে গণ্ডগোলের ফল। দিল্লি থেকে দলের যে তহবিল আসে তার কতটা জেলা সভাপতির কাছে থাকবে আর কতটা মণ্ডল সভাপতির কাছে থাকবে তা নিয়ে বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১২৮ সংখ্যা ১২ মে, ২০২৪ রবিবার ২৯ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

বিজেপি এবার জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলে আর নির্বাচনের মুখ দেখবেন না এদেশের মানুষ

রাজনীতি সচেতন মানুষই বলছেন, ফ্যাসিস্ট বিজেপি এবার জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলে আর নির্বাচনের মুখ দেখবেন না এদেশের মানুষ। এটা ঠিক যে, গোটা দেশ জুড়ে একটা চাপা আতঙ্ক নির্মাণে সফল হয়েছে সংঘ পরিবারের বিতর্কিত রাজনৈতিক শাখা বা প্রতিষ্ঠান বিজেপি। যে চাপা আতঙ্কের বলি বাম রাজনীতিক এবং বাম রাজনীতি সচেতন অনেক মানুষও।একবার খোদ অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে মিলিজুলি সরকার, তো দু'দুবার নরেন্দ্র মোদির একক নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গড়ার কৃতিত্ব বিজেপির। তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের চূড়ান্ত বিরোধিতা করলেও এই সত্যকে তো কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি কিংবা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে পরস্পর বিবদমান বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটকে ভেঙে ছত্রখান করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। নিশ্চয়ই নৈতিক পথে নয়, সম্পূর্ণ অনৈতিক পথেই। যদিও আজকের রাজনীতিতে নীতি-নৈতিকতার কোনও স্থান নেই ।কিন্তু সত্যিই কি তাই? ফ্যাসিস্ট বিজেপি জয়ী হয়ে এলে আর নির্বাচনের মুখ দেখবেন না এদেশের মানুষ?

আসলে বিজেপির দীর্ঘমেয়াদী 'রাজনৈতিক' কর্মকাণ্ড দেখলে এমন একটা গড়পরতা ধারণার জন্ম নেওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিশেষ করে যাঁরা নিজেদের স্বঘোষিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে মনে করেন। অন্যদের থেকে নিজেদেরকে একটু আলাদা গোত্রের মনে করেন এবং মাঝেমধ্যে অবাক করা ভবিষ্যদ্বাণীও করেন। যদিও তা অনেক সময়েই মেলে না। 'আমার কাছে খবর আছে তবে কতটা সত্য তা জানি না।' ওই 'খবর'-এর বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি তা নিজেও বিচার করে দেখেন না ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই বিশাল আয়তনের দেশ তার বিপুল সংখ্যক মানুষকে গণতন্ত্রের মহিমা উপলব্ধি করিয়ে গণতান্ত্রিক উৎসবটি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করিয়ে আসছে। এই 'সম্পন্ন করানো'র মধ্যে ভুলত্রুটি যে একেবারেই নেই তা অবশ্য হলফ করে বলা যায় না। কিন্তু যেটুকু জোর দিয়ে বলা যায়, তা হল গণতান্ত্রিক উৎসবের ধারাবাহিকতাকে সে এখনও বজায় রাখতে পেরেছে এবং ক্ষমতায় যে দলই আসুক না কেন, তা কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করবেন, সংঘ পরিবারের বিতর্কিত রাজনৈতিক শাখা বা প্রতিষ্ঠান বিজেপির গণতন্ত্র-বিরোধী কর্মকাণ্ড দেখেও কেন জোর দিয়ে একথা উচ্চারণ করা? আসলে ভারতের ডিএনএ-তে মিশে আছে গণতন্ত্র। চাইলেই একে সমূলে উৎপাটন করা কারও পক্ষেই মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। যতই নির্বাচন কমিশনসহ দেশের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাগে আনার মরিয়া চেষ্টা করা হোক না কেন, যতই বিচারবিভাগকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করা হোক না কেন, কেউ না কেউ বেঁকে বসবেনই ।কেন বলা হচ্ছে একথা? রামমন্দিরে স্থান এবং নির্মাণ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনেক ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল মানুষ হয়ত মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। মহামান্য আদালত অবমাননার দায়ে কিংবা ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারেননি কিন্তু নির্বাচনী বন্ড (ইলেক্টোরাল বন্ড) নিয়ে ওই সর্বোচ্চ আদালতের রায়ই তো কেন্দ্রের বিতর্কিত শাসকদল বিজেপিকে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে ফেলে বিরোধীদের অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে। আদালতকে সব সময়েই 'হার্ড এভিডেন্স'-এর ওপর নির্ভর করে চলতে হয়।

ফলে 'হার্ড এভিডেন্স'-এর অভাবে অনেক সময়ে তাঁদেরকেও বড্ড অসহায় মনে হয় বৈকি। তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় অনেক কিছু করা সম্ভব হয় না। ফলে আমাদের মতো পাঁচ-পাবলিক হয়ত কোনও কোনও ব্যাপারে ভুল বুঝি। যেকোনও বিষয়ের গভীরে ঢুকে দেখলে সঠিক অবস্থান নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তেমন সময় বা ধৈর্য কোথায়? নিজের পছন্দের বাইরে গেলেই চট করে বিরূপ মন্তব্য করে বসি। আগেপিছে ভেবে দেখার ন্যূনতম প্রয়োজন বোধই করি না।

একথা ঠিক, দেশের ভিতরেই শুধু নয়, দেশের বাইরেও কেন্দ্রের বর্তমান বিতর্কিত শাসকদলের কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনার ঢেউ উঠছে। গণতন্ত্র হরণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। নাগরিক অধিকার কুক্ষিগত করার বদনামে ভূষিত হয়েছেন তাঁরা। সরকারের সমালোচনাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ইউএপিএ আইনে আটক করে প্রতিবাদীদের বিনা বিচারে বছরের পর বছর ফাটকে বন্দি করে রাখা হচ্ছে। এদের অধিকাংশই সমাজকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী ।এমনকী আছেন গবেষক-কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মী। অনেক ক্ষেত্রেই ভুয়ো বা মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে পরিবার ও সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ছ'সাত বছর পর জামিন পেলেও তাঁরা আদালতের শর্তে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে অপারগ। নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারছেন না। প্রতিনিয়ত স্থানীয় থানায় হাজিরা দিতে হচ্ছে। এমনকী সিবিআই কিংবা এনআইএ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিজের সেলফোন জুড়ে রাখতে হচ্ছে ।কেন্দ্রে বিজেপির দু'দফার রাজত্বে বা আমলে দেশের গণতন্ত্র যে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়েছে তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তাদের আগ্রাসী এবং বিধ্বংসী রাজনীতির কবলে পড়ে দেশের সিংহভাগ মানুষ নাজেহাল। মানুষে মানুষে বিভেদ-বিদ্বেষ দ্রুত বেড়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে এলাকার পাতি দলীয় নেতা- সবার মুখেই বিভেদ-বিদ্বেষের লাভা ছড়াচ্ছে। এ কোন নির্বিকল্প দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা? রাজধর্ম পালনে ব্যর্থ কেন্দ্রের এই শাসকদল। সংকীর্ণ দলীয় ধর্ম পালনেই ব্যর্থ তাদের সবাই ।বিজেপি বনাম গণতন্ত্র', ব্রিটেনের শীর্ষ সংবাদপত্রের সংবাদ শিরোনাম। এই শিরোনামের তাৎপর্য বুঝতে আমাদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়ও উঠে এসেছে গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে ভারতের দ্রুত অবনমনের চিত্র। সরকার বাহাদুর এসবে কান দিতে নারাজ। কিন্তু তথ্য-পরিসংখ্যানকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। 'বিশ্বগুরু'র আলখাল্লা পরে সবকিছু আড়াল করা বা ঢেকে দেওয়া যায় না। উন্নত প্রযুক্তির যুগে সংগৃহীত ডেটাকে এড়িয়ে গেলেও মিথ্যে বলবেন কীভাবে?ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিন্তু নানাবিধ। যেমন নাগরিকের স্বাধীনতাহরণসহ সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ, সরকারের সমালোচনাকে দেশদ্রোহিতা হিসেবে দেখা, বিচারবিভাগের ওপর শাসন বিভাগের চাপ তৈরির অনৈতিক চেষ্টা, সংখ্যাগুরুবাদ প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বিদ্বেষ ও বৈষম্য বাড়াতে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন, সমাজ সংস্কৃতির বহুত্ব অস্বীকার করে একত্ব নির্মাণের মরিয়া প্রচেষ্টা, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে দলীয় তহবিল বাড়ানোই নয়, ব্যবসায়িক দুর্নীতিকে প্রত্যক্ষ ইন্ধন দেওয়া ইত্যাদি।

এই অনৈতিক ও গণতন্ত্রবিরোধী পদক্ষেপগুলি থেকেই অনেকে হয়ত ভাবছেন এবং বলতে বাধ্য হচ্ছেন, 'সংঘ সন্তান' বিজেপি তৃতীয়বারের জন্য জয়ী হয়ে এলে দেশের গোটা নির্বাচন ব্যবস্থা বা পদ্ধতিটাকেই হয়ত লোপাট করে দেবেন তাঁরা। তাই ২০২৪-এর অষ্টাদশতম নির্বাচনের পর আর নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন না এদের কেউ। এমনটা মনে হওয়া অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের অন্যত্রও ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্কট নিয়ে নানাবিধ বিরূপ মন্তব্য চলছেই ।তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, এদেশ কি ইলেক্টোরাল ডেমোক্রেসি বা নির্বাচনী গণতন্ত্র থাকবে, নাকি ক্রমে ইলেক্টোরাল অটোক্র্যাসি বা নির্বাচনী একনায়কতন্ত্র হয়ে উঠবে? শুধু ব্রিটেন নয়, সুইডেনও ভারতের বিরুদ্ধে সুর ও স্বর অনেকটাই চড়িয়েছে। সেদেশের গোটেনবার্গের এক নামি গণতন্ত্র নজরদারি সংস্থা ২০২৪-র তাদের রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে, ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে সঙ্কটময় একনায়কতন্ত্রের অন্যতম দেশ। এই সঙ্কটময় একনায়কতন্ত্র থেকে পরিত্রাণের পথ কি বিশ্বগুরু সাজার চেষ্টা?তবে আজকের পরিস্থিতিতে তেমন সম্ভাবনা নেই একথা বলাই বাহুল্য। কেন নেই? ভারত এখনও চিনের পর্যায়ে উঠতে পারেনি। স্বনির্ভরশীল দেশ নয় আমাদের ভারত। তাকে অন্যান্য দেশের ওপর কোনও-না-কোনওভাবেই নির্ভর করে চলতে হয়। জ্বালানি তেল থেকে রান্নার তেল (পাম তেল), ওষুধ ও যন্ত্রশিল্পের কাঁচামাল থেকে অন্যান্য জিনিস পর্যন্ত। তাই বিধিনিষেধের হার্ডেল টপকে সে কিছুতেই এক পাও নড়তে পারবে না। যতই কম খরচে ভিন গ্রহে রকেটযান পাঠাক। বাস্তবের বেড়ি নিয়ে চলা সম্ভব নয় ।গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েও গণতন্ত্রকে আঁকড়ে থাকতে হবে তাদেরকে। পদে পদে গণতন্ত্রকে পদাঘাত করেও গণতন্ত্রের মেকি নামগান করতে হবে তাদেরকে। গণতন্ত্রকে গুপ্তহত্যা করেও গণতন্ত্রের শবদেহ বয়ে নিয়ে চলতে হবে তাদেরকে। যেমন গণতন্ত্রের পবিত্র বেদি সংসদের সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে গণতন্ত্রের গলায় দড়ি পরিয়ে দুদিক থেকে টানাটানি করছেন তাঁরা। গণতন্ত্রের গলায় ফাঁস লাগছে কিন্তু একেবারে ফাঁসি দিচ্ছেন না তাঁরা।

গণতন্ত্রকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। ভারত বিশ্বের 'বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ' বলে বুকের ছাপান্ন ইঞ্চিকে টেনেটুনে আরও কিছুটা বাড়ানোর চেষ্টা হয়ত চলছে। ভারত তো আর চিন কিংবা রাশিয়া নয় যে, দেশের সংবিধান পাল্টে আজীবন রাষ্ট্রপ্রধান থাকার কথা ঘোষণা করবেন এঁরা। বরং এই তো বেশ আছেন। গণতন্ত্রকে ললিপপ বানিয়ে নিজেদের দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে যখন কোনও অসুবিধে নেই তখন খামোকা নির্বাচন ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়া হবে কেন? একটা কৃত্রিম আবরণ থাক না দেশ-বিদেশের সামনে ।যে বাহ্যিক 'আবরণ'-এ লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই শাসকদলের। একমাত্র মোটা মাথার রাজনীতিকেরাই গণতন্ত্রকে বিদেয় দিয়ে অন্যপথে হাঁটতে ইচ্ছুক। বলাবাহুল্য, সংঘ-লালিত দূরদর্শী বিজেপি তেমন নির্বোধ রাজনৈতিক দলের মধ্যে পড়ে না। তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল বলেই দুই থেকে আজ ৩০৩-এ পৌঁছেছে। তাদের রাজনৈতিক অগ্রগতি তো কংগ্রেস কিংবা কমিউনিস্টদের ঈর্ষার বিষয়। শতাধিক বছরের কংগ্রেস কিংবা শতবর্ষে পা রাখা কমিউনিস্টরা তো বিলীয়মান। অন্যদিকে বিজেপি ক্রমবর্ধমান।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন- ঈশ্বর ঠিকই করেছেন, এই বয়সে কর্ম ত্যাগ করলে এই ভাবে অনাহারে থাকতে হয়।ঐদিকে স্বামীজী প্রচন্ড খিদে নিয়ে চুপ করে গাছের তলায় বসে আছেন।এমন সময় এক ভদ্রলোক স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তার প্রচুর খাবার। তিনি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন - আপনিই কি স্বামী বিবেকানন্দ? স্বামীজী বললেন - হ্যাঁ। লোকটি করোজোড়ে নতজানু হয়ে স্বামীজীকে বললেন - ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বলতে গেলে নজরুলের ইতিহাস-চেতনায় ছিল সমকালীন

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছর নজরুলের সামরিক জীবনের পরিধি। এ সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গলি রেজিমেন্টের একজন সাধারণ সৈনিক থেকে ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। রেজিমেন্টের পাঞ্জাবি মৌলবির নিকট তিনি ফারসি ভাষা শেখেন, সঙ্গীতানুরাগী সহসৈনিকদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতচর্চা করেন এবং একই সঙ্গে সমভাবে গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যচর্চা করেন। করাচি সেনানিবাসে বসে রচিত এবং কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' (সওগাত, মে ১৯১৯) নামক প্রথম গদ্য রচনা, প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা , জুলাই ১৯১৯) এবং অন্যান্য রচনা: গল্প 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে'; কবিতা 'আশায়', 'কবিতা সমাধি' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য যে, করাচি সেনানিবাসে থেকেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকা, যেমন: প্রবাসী , ভারতবর্ষ , ভারতী, মানসী , মর্ম্মবাণী, সবুজপত্র , সওগাত গ্রাহক ছিলেন। তাছাড়া তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এমনকি ফারসি কবি হাফিজেরও কিছু গ্রন্থ ছিল। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের আনুষ্ঠানিক সাহিত্যচর্চার শুরু করাচির সেনানিবাসে থাকাবস্থায়ই। ১৯২১ সালে কুমিল্লায় গিয়ে নার্গিস আসার খানমের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু, বিবাহে ঝামেলা হওয়ার জন্য তিনি তাঁর পরিচিত সেনগুপ্তের বাড়ি চলে আসেন । পরে প্রমীলা দেবী ও নজরুল তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নজরুলের অবস্থান ছিল কঠোর । শুধু তাই নয়! কলকাতায় এসে নজরুল ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন । নজরুল রবীন্দ্রনাথ, পারস্য কবি হাফেজ ও খৈয়াম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । এখান থেকেই নজরুলের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ শুরু হয় । এই সময় ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল । তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে ব্রিটিশদের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করেছিলেন । প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে তিনি গান, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করেন । নজরুল এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং স্বরচিত স্বদেশী গান পরিবেশন করে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন । ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান নামক সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয় । এসময় তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন । তিনি কুমিল্লা, মেদিনীপুর, হুগলি, ফরিদপুর, বাঁকুড়া এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করেন । তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে ভারতীয় যুবকদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে প্রেরণা যোগাতেন । ব্রিটিশ শাসকরা ভয় পেলেন যে নজরুলের লেখা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্ররোচিত করবে। এদিকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর; বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয় । বিদ্রোহী কবিতার জন্য নজরুল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন । তাঁর কবিতা শুধু ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রতীবাদ নয়, সমাজের সমস্ত রকম অসাম্য, অন্যায়, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে । তাঁর কবিতার আর একটি বিশেষত্ব হল হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ঐতিহ্যের সার্থক মেলবন্ধন ।১৯২২ সালে নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন । ব্রিটিশরা 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তল্লাশি চালায়, কবিকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় । এরপর তাঁকে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হয় । তিনি এখানে অনশন শুরু করেন । এক মাসের বেশি তিনি অনশন করেন । ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে নজরুলকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯২৫ সালে তিনি সাপ্তাহিক ওলাঙ্গল্ব পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর এত কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ আর গান কেউ লেখেন নি । ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত । নজরুলের গানের সংখ্যা চার হাজারের বেশি । তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গান গুলিকে নজরুল সঙ্গীত বলা হয় । তাঁর রচিত বইগুলি হলু অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনসা, প্রলয় শিখা ইত্যাদি । নাটকু দাতা কর্ণ, কবি কালিদাস, রক্তকমল, মহুয়া, জাহাঙ্গীর, কারাগার, সাবিত্রী, আলেয়া, সর্বহারা, সতী । ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার জগত্তারিণী স্বর্ণপদক নজরুলকে প্রদান করা হয় । ১৯৬০ সালে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণে ভূষিত করা হয় । ১৯৪০ সালে কবি স্ত্রী প্রমীলা কঠিন পক্ষাঘাত হয় । কবি মানসিক যন্ত্রণায় ভেঙে পড়েন, তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে । ১৯৪২ সালে তিনি একেবারে মূক হয়ে যান । দেশে বিভিন্ন ভাবে তাঁদের চিকিৎসা করা হয় । এখানে চিকিৎসায় সফল না হওয়ার জন্য বিদেশে লন্ডনে, ভিয়েনায় পাঠানো হয় । কবির স্ত্রীর মৃত্যু হয় ১৯৬২ সালে । ১৯৭১ সালে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ তৈরি হয় । ১৯৭২ সালে নজরুলকে বাংলাদেশের ঢাকাতে নিয়ে যাওয়া হয় । ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নজরুলকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের সরকারী আদেশ জারী করা হয় । ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন । কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করা হয় । বাংলাদেশে তার মৃত্যু উপলক্ষে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালিত হয় এবং ভারতের আইনসভায় কবির সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

এএসডাব্লু এসডাব্লুসি পর্বের অষ্টম জাহাজটির কাঠামো স্থাপন করার অনুষ্ঠান

আজ সম্পন্ন হল কলকাতার গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স-এ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এএসডাব্লু এসডাব্লুসি পর্বের অষ্টম জাহাজটির কাঠামো স্থাপন করার অনুষ্ঠান আজ সম্পন্ন হল কলকাতার গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স-এ । অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ ও ক্রয় শাখার কন্ট্রোলার ভাইস অ্যাডমিরাল বি শিব কুমার। উপস্থিত ছিলেন গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএমডিই পি আর হরি, আইএন (অবসরপ্রাপ্ত) এবং ভারতীয় নৌবাহিনী এবং গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স-এর আধিকারিকরা। ২০১৯-এর ২৯ এপ্রিল দেশজ পদ্ধতিতে এই ধরনের ৮টি জাহাজ তৈরির জাহাজ তৈরির জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং কলকাতার গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্সের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৬টি জাহাজ এর মধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। প্রথম জাহাজটি (আরনালা) ২৪ আগস্ট নৌবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই জাহাজগুলি ভারতীয় নৌসেনার অভয় পর্বের এএসডাব্লু করভেট জাহাজের জায়গা নেবে। উপকূল অঞ্চলে ডুবো জাহাজের তৎপরতার মোকাবিলায় এই জলযানগুলি বিশেষ ভূমিকা নেবে। 'আত্মনির্ভর ভারত' এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে জোরদার করবে এই উদ্যোগ।

৩ পাতার পর

বিজেপি নেতা দেবরাজে গৌড়ার বিরুদ্ধেই উঠল যৌন হেনস্তার অভিযোগ

বিরুদ্ধে? অভিযোগ, এক ৩৬ বছরের মহিলাকে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেবরাজে। আর সেই সুযোগে তাঁর শ্লীলতাহানি করেছিলেন। পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।প্রসঙ্গত, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়ার নাতি প্রজ্জ্বলের একাধিক অশ্লীল ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। অভিযোগ ওঠে, তাঁর বাড়ির পরিচারিকাদের টানা তিন বছর ধরে যৌন হেনস্তা করেছেন প্রজ্জ্বল। তদন্ত শুরু হতেই দেশ ছেড়েও পালিয়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্লু কর্নার নোটিস দায়ের করেছে সিবিআই।

সিনেমার খবর

cinema TV

বিয়ের সব ছবি ডিলিট, অন্তঃসত্ত্বা দীপিকার সঙ্গে দূরত্ব বাড়লো রণবীরের?

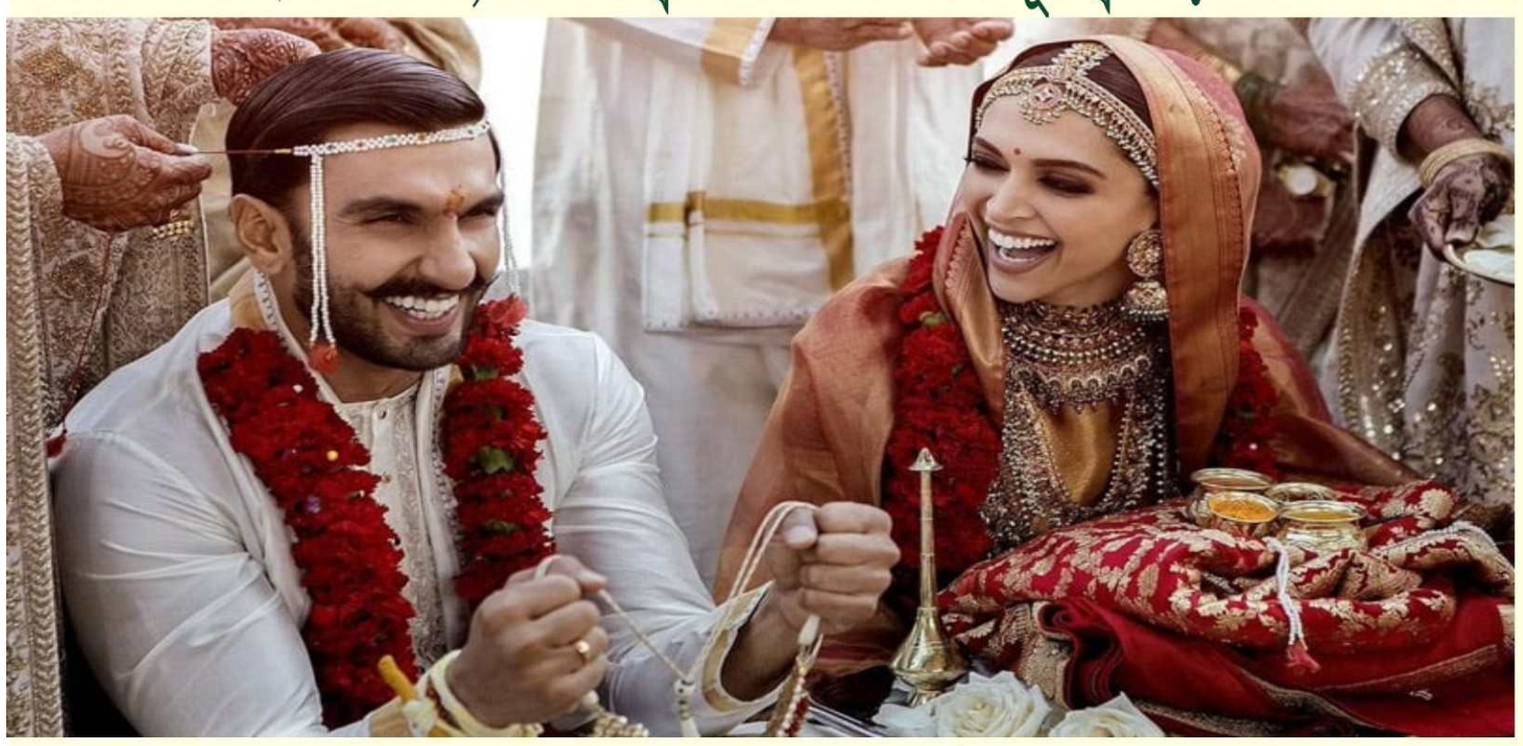

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিয়ের আগে বছর ছয়েকের প্রেম। পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবন। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে একে অপরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন বলিউড তারকা রণবীর সিং-দীপিকা পাড়ুকোন। এই মুহূর্তে দাম্পত্য জীবনে এখন বেশ পোক্ত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন যুগলে। নিজেদের সংসারে নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত দম্পতি। কিন্তু হঠাৎই যেন ছন্দপতন, বিয়ের ছবি মুছতেই শুরু জল্পনার। তবে কি সন্তান আগমনের আগেই মনোমালিন্য হল তাদের!

রণবীরের ইনস্টাগ্রামে নজর রাখলে কিন্তু সেটাই দেখা যাচ্ছে বিয়ের সব ছবি গায়েব। তো হঠাৎ এমন কাণ্ড কেন ঘটালেন রণবীর? সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সবখানে। তবে নিন্দুকরা বলছেন, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকেই নাকি দীপিকা, রণবীরের থেকে একটু দূরে দূরে রয়েছেন। এমনকী, ক্যামেরার সামনেও দুজন একসঙ্গে ধরা দেন না। বিমানবন্দরেও আজকাল দীপিকাকে দেখা যায় একাই। তাহলে কি রণবীর-দীপিকার সম্পর্কে ভাঙন? এই নিয়ে অবশ্য এখনও মুখ খোলেননি রণবীর বা দীপিকা কেউই।

ফেব্রুয়ারির শুরুতেই তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। ২৯ ফেব্রুয়ারি সেই জল্পনাতে নিজেরাই সিলমোহর বসান রণবীর ও দীপিকা। জানান সেপ্টেম্বর মাসে আসছে তাঁদের সন্তান।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই আম্বানিদের জামনগরের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন দীপিকা। শোনা গিয়েছিল, এই সময়টায় তিনি বেঙ্গালুরুতে মায়ের কাছে থাকবেন। কিন্তু অভিনেত্রীকে আবার দেখা যায় রোহিত শেট্টির 'লেডি সিংহম'র সেটে। এর মধ্যেই আবার দীপিকার সারোগেসির মাধ্যমে মা হওয়ার গুঞ্জন রটেছে। কারণ 'লেডি সিংহম' ছবির শুটিংয়ের যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল তাতে দীপিকার 'বেবি বাম্প' দেখা যাচ্ছিল না। তারই মাঝে রণবীরের এমন কাণ্ড রীতিমতো দুশ্চিন্তায় ফেলেছে অনুরাগীদের।

তিন শতাধিক ছবির অভিনেত্রী কনকলতা মারা গেছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : না ফেরার দেশে চলে গেলেন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কনকলতা। সোমবার তিরুবনন্তপুরমের নিজ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিন শতাধিক মালয়ালম ও তামিল সিনেমার এই অভিনেত্রী। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তার মৃত্যুতে শোক জানাচ্ছেন সহশিল্পী থেকে শুরু করে ভক্ত ও অনুরাগীরা।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, ২০২১ সাল থেকে ডিমেনশিয়া আর পারকিনসনস রোগে ভুগছিলেন অভিনেত্রী। কোল্লাম জেলার ওচিরায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ছোটবেলায় মঞ্চে অভিনয় দিয়েই কনকলতার হাতেখড়ি। মঞ্চ থেকেই ধীরে ধীরে ১৯৮২ সালে 'চিল্লু' সিনেমায় কনকলতার বড় পর্দায় অভিষেক। এরপর ফিরে তাকাতে হয়নি অভিনেত্রীকে। দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিন শতাধিক মালয়ালম ও তামিল সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। কনকলতা সিনেমা ছাড়া টেলিভিশন ধারাবাহিকে অভিনয় করেও দর্শকপ্রিয়তা লাভ করেন। আশির দশকে 'টওরু পুভিরিয়ুনুট' নামের একটি ধারাবাহিকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে তুমুল জনপ্রিয় হন তিনি। ১৩ পর্বের এই ধারাবাহিক ছড়িয়ে পড়ে কেরালার ঘরে ঘরে। পরে নব্বইয়ের দশকে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় মেগা সিরিয়ালের অংশ হয়ে ওঠেন কনকলতা।

কনকলতার উল্লেখযোগ্য সিনেমা 'কিরীদাম', 'কৌরাভার', 'হরিকৃষ্ণানস', 'বন্ধুক্কল সাথরুক্কল', 'চেঙ্কোল', 'স্পাডিকাম', 'আদ্যাথে কানমানি' ও 'ওরু যথরমোঝি'। তার শেষ সিনেমা 'পুক্কালাম'।

চিত্রনাট্যের বাইরে অন্তরঙ্গ দৃশ্য, মুখ খুললেন মনীষা-সুমন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের লাহোরের প্রেক্ষাপটে সঞ্জয় লীলা বানসালি নির্মাণ করেছেন ওয়েব সিরিজ 'হীরামান্ডি'। ১ মে নেটফ্লিক্সে সিরিজটি মুক্তির পর আসছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তবে ছবিতে মল্লিকাজান চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা দারুণ প্রশংসা পাচ্ছেন। এতে পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি।

সম্প্রতি বলিউড বাবলকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মনীষা জানিয়েছেন, 'হীরামান্ডি'তে শেখর সুমনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় প্রাথমিকভাবে স্ক্রিপ্টের অংশ ছিল না। তবুও সেটা করতে হয়েছে। যেহেতু সঞ্জয় লীলা সবসময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন। সেই জায়গা থেকে আমরা অনায়াসে করেছি।

শেখর সুমনও বলেছেন এই সিরিজে একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়েছে তাকে। এবং সেই দৃশ্যটি এক টেকেই শেষ করেন ৬১ বছর বয়সী শেখর সুমন। সবচেয়ে বড় কথা হল, চিত্রনাট্যে ওই দৃশ্যটির উল্লেখ ছিল না।

অভিনেতা জানান, প্রাথমিকভাবে বনশালির কুশীলবরা হতবাক হয়েছিলেন। কারণ, সিরিজে এরকম কিছু দৃশ্য রাখতে চাইবেন পরিচালক তবে দৃশ্যটি ধারণ হয়ে গেলে, তারা শেখরকে ধন্যবাদ জানাতে ছুটে আসেন। কারণ এক টেকে ওকে না হলে, বনসালি ওই শটটি বারংবার নিতেই থাকতেন। রগরগে সেই ঘনিষ্ঠ দৃশ্য যে অল্প সময়েই শুট করা হয়ে গিয়েছে, তাতে নিস্তার গোটা টিমের।

অভিনেতা জানান, চিত্রনাট্যে ওই দৃশ্যটি না থাকায়, শুরুতে বনসালি তার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং অভিনেতার অনুমতি নেন। শেখরের কথায় খুব সহজেই দৃশ্যটি একটা হাস্যকর দৃশ্য পরিণত হতে পারত, তবে চরিত্রটি যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি।

সালমানের বাড়িতে গুলির ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা সালমান খানের বাড়ির বাইরে গুলি চালানোর ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল অনেকেই। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে গত মঙ্গলবার পুলিশি হেফাজতে অনুজ থাপন নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। এবার এলো পঞ্চম অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের খবর। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ অভিযুক্তকে রাজস্থান থেকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির নাম মোহম্মদ চৌধুরী।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, বন্দুকধারীদের অর্থের জোগান দিয়েছিল মোহম্মদ চৌধুরী। এমনকি, রেকি করার দিনও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। রাজস্থান থেকে ধরা হয় এই মোহম্মদকে। মঙ্গলবারই মুম্বাইয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। শিগগিরই মোহম্মদকে আদালতে তোলা হবে।

গত ১৪ এপ্রিল সালমান খানের ফ্ল্যাটে গুলি চালায় বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্যেরা। অভিনেতার বাড়ির দেওয়ালে দু'টি গুলি চালান তাঁরা। ফুটো হয়ে যায় অভিনেতার ফ্ল্যাটের দেওয়াল। গোটা ঘটনায় নড়েচড়ে বসে মহারাষ্ট্র সরকার-সহ মুম্বাই পুলিশ। বিলম্ব না করেই তড়িঘড়ি শুরু হয় তদন্ত। ঘটনার দু'দিনের মাথায় দুইজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপর ধরা পরে অস্ত্র সরবরাহকারী দু'জন। তারা অনুজ থাপন ও সোনু বিষ্ণোই।

গুলিকাণ্ডের পর থেকে কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রয়েছেন সালমান। সারাক্ষণই ওয়াই ক্যাটেগরির নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছেন তিনি। উদ্বেগে সালমানের পরিবার-সহ তাঁর অনুরাগীরাও।

প্রথমবারের মতো

রেফারির মাথায় বসলো ক্যামেরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গোললাইন প্রযুক্তির মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বপ্রথম করেছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। রেফারিং নিখুঁত করতে ভিএআরের ব্যবহার ছাড়াও নানা প্রযুক্তির ব্যবহার তো আছেই। এবার তাতে যুক্ত হলো নতুন এক সংযোজন। প্রিমিয়ার লিগে প্রথমবারের মতো ব্যবহার হয়েছে 'রেফক্যাম'। অর্থ্যাৎ, লিগটিতে প্রথমবারের মতো কোনো রেফারি শরীরে ক্যামেরা নিয়ে নামে।

৬ মে রাতে মুখোমুখি হয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সে ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ক্রিস্টাল প্যালেস। আর সেই ম্যাচেই প্রথমবারের মতো 'রেফক্যাম' পরে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন জারেড জিলেট। এই ডিভাইসটি রেফারির ঠিক কানের পাশে স্থাপন করা হয়। এই বিশেষ ক্যামেরার মাধ্যমে রেফারির দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে এবং রেফারি কীভাবে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ করে থাকেন, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়।

ফুটবলে এই রেফক্যাম এবারই প্রথমবার ব্যবহার করা হলেও রাগবি লিগে বেশ আগে থেকেই এর ব্যবহার আছে। গত ফেব্রুয়ারিতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে বুন্দেসলিগাও। ইংলিশ ফুটবলেও পরীক্ষামূলকভাবে এবার এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফুটবল খেলায় রেফারির সিদ্ধান্তগ্রহণকে আরও কীভাবে নিখুঁত করে তোলা যায়, তা নিশ্চিত করতেই এমন উদ্যোগ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষের।

ম্যানইউ'র জালে ক্রিস্টাল প্যালেসের এক হালি গোল

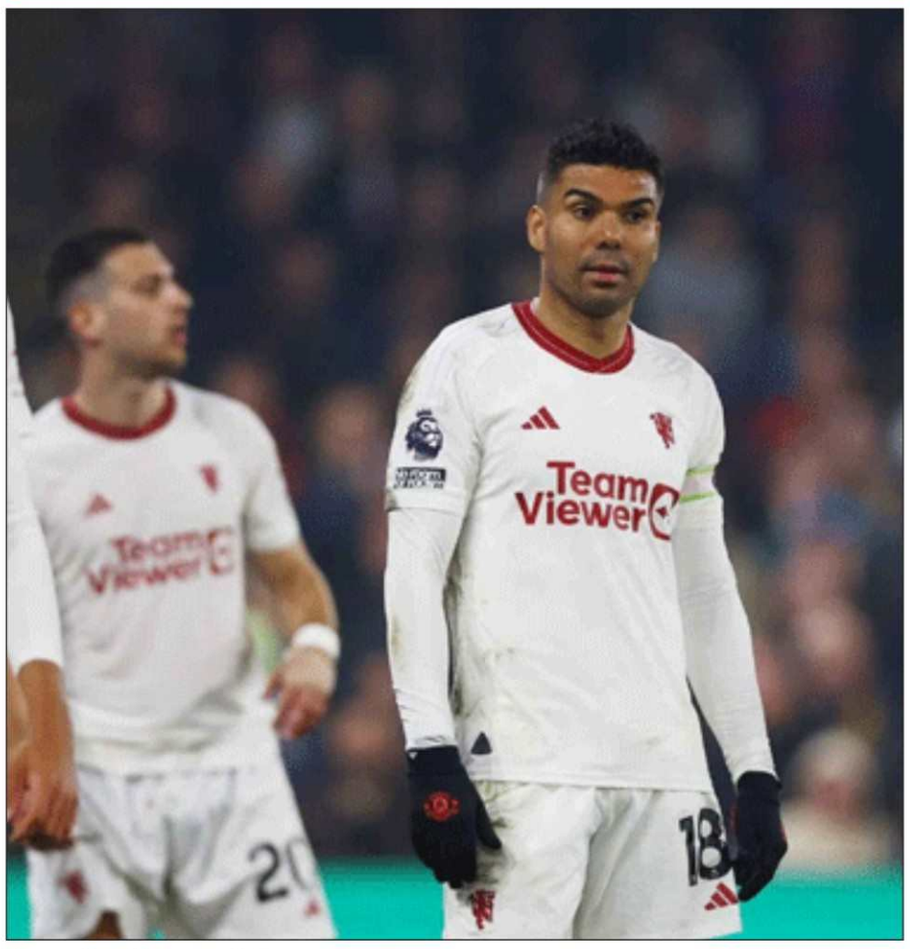

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি মৌসুমটা একদমই ভালো যাচ্ছে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। পুরো মৌসুমজুড়েই দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা রেড ডেভিলদের সামনে সুযোগ ছিল ছয়ে থেকে লিগ শেষ করার। তবে সে স্বপ্নও বড় এক ধাক্কাই খেয়েছে গতকাল। পয়েন্ট টেবিলে ১৪ নম্বরে থাকা ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ম্যানইউ। ফলে ৮ নম্বরে নেমে গেছে এরিক টেন হাগের দল।

চলতি মৌসুমে প্যালেসের বিপক্ষে প্রথম লেগের ম্যাচেও হেরেছিল ম্যানইউ। আর এবার ফিরতি ম্যাচেও হার নিয়েই ফিরতে হয়েছে টেন হাগের শিষ্যদের। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এবারই প্রথম দুই লেগেই প্যালেসের বিপক্ষে হারতে হয়েছে রেড ডেভিলদের।

ম্যানইউকে বিধ্বস্ত করার দিনে গতকাল জোড়া গোল করেছেন মাইকেল ওলিস। ম্যাচের ১২ মিনিটেই অলিসের গোলে এগিয়ে যায় প্যালেস। এরপর প্রথমার্ধেই ব্যবিধান বাড়ান জা ফিলিপ মাতেতা। বিরতির পর ম্যাচের ৫৮ মিনিটে প্যালেসের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন টাইরিক মিচেল। আর ৬৬ মিনিটে ম্যানইউয়ের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন দেন ওলিসই। নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন তিনি। ফলে শেষ পর্যন্ত ৪-০ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে রেড ডেভিলদের।

এমন হারের দিনে ভুলে যাওয়ার মত কিছু রেকর্ডও গড়েছে ম্যানইউ। ১৯৭৬ সালের পর এবারই ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এক মৌসুমে ৮১টি গোল হজম করেছে ইউনাইটেড। একই সঙ্গে ক্লাবের ইতিহাসে এবারই প্রথম প্রিমিয়ার লিগের এক মৌসুমে ১৩টি ম্যাচে হেরেছে রেড ডেভিলরা।

প্যালেসের বিপক্ষে এমন পারফর্ম্যান্সের পর এমন পরাজয়কে প্রত্যাশিতই বলেছেন টেন হাগ। রেড ডেভিলদের কোচ বলেন, ম্যানইউ হিসেবে আমাদের আরও ভালো খেলা উচিত ছিল। যেসব ফুটবলার আজকের ম্যাচে খেলেছে তাদের আরও ভালো খেলা উচিত ছিল। এমন পরাজয় আমাদের প্রাপ্য। আমরা যেমন প্রত্যাশা করেছিলাম তেমন খেলতে পারিনি।

প্যারিসে ডুববে না পিএসজি,

বিশ্বাস এমবাপ্পের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মাঠ থেকে হেরে ফিরেছে পিএসজি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছে ডর্টমুন্ড। কিলিয়ান এমবাপ্পে ওই ম্যাচে বোতলবন্দী ছিলেন। তবে দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে জয় তুলে নিয়ে ফাইনালে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী এমবাপ্পে। মৌসুম শেষে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিলে এটাই লা প্যারিসিয়ানদের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের শেষ সুযোগ এমবাপ্পের। তার আগে উঠতে হবে ফাইনালে। জার্মান ক্লাবটির বিপক্ষে বড় ওই ম্যাচের আগে এমবাপ্পে বলেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, পিছিয়ে পড়া স্কোর থেকে ফিরে আসতে পারবো এবং ফাইনালে যেতে পারবো।'

ফাইনালে যাওয়ার চাপ আছে পিএসজির। ঘরের মাঠে খেলবে তারা। আবার তাদের সেমিফাইনালে বিদায় নেওয়ার রেকর্ডও আছে। বিষয়টি নিয়ে এমবাপ্পে বলেন, 'দলের ওপর অনেক চাপ আছে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ আমাদের ফাইনালে যাওয়া নিয়ে শঙ্কা আছে। আমরা এই চাপ নিয়ে সতর্ক।'

পিএসজির কোচ লুইস এনরিকে জানিয়েছেন, এই ম্যাচে তাদের দল হিসেবে খেলতে হবে। প্রয়োজনে এমবাপ্পের রক্ষণে সহায়তা করতে হবে, 'আমরা দল হিসেবে খেলবো। সেজন্য আমি চাইবো ফরোয়ার্ডরা ঠিকঠাক রক্ষণভাবে বল পাঠাবে। এমনকি বিশ্ব সেরা খেলোয়াড়কেও রক্ষণে সহায়তা করতে হবে।'

বিরাট কোহলিকে থামানোর

পথ খুঁজছেন বাবর আজম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ মানেই ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচ। এই একটি ম্যাচই যেন পুরো বিশ্বকাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। গত কয়েকটি বছর এমনই হয়ে আসছে। আবার সর্বশেষ বিশ্বকাপগুলোতে ভারতের মুখোমুখি হলেই পাকিস্তান সবচেয়ে বেশি ভোগে বিরাট কোহলির কাছে। সেই কোহলিকেই থামানোর পথ খুঁজছে এবার পাকিস্তান। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের লড়াই ৯ জুন, নিউইয়র্কে। আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের বাবর জানিয়েছেন, বিরাটকে থামানোর জন্য তারা প্রয়োজনীয় রণনীতি তৈরি করবেন। বাবর বলেন, 'আমরা সব দলের বিরুদ্ধেই রণনীতি তৈরি করছি। বিরাট কোহলি বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। আমরা ওর বিরুদ্ধেও পরিকল্পনা করব।' ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৫৩ বলে ৮২ রান করে পথ একাই পাকিস্তানকে হারিয়েছিলেন কোহলি। যা এখনও ভুলতে পারেননি বাবর। এদিনই আবার বড় ঘোষণা করা হল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে। জানানো হয়েছে বিশ্বকাপ জিততে পারলে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ১ লাখ ডলার করে অর্থ পুরস্কার দেয়া হবে। সোমবারই আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে রওনা হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। তার আগে রোববার ক্রিকেটারদের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টার বৈঠক করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। এরপরই এই পুরস্কারমূল্যের কথা ঘোষণা করেন তিনি। ২০০৯ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করে পাকিস্তান। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের পর থেকেই পাক ক্রিকেটে ডামাডোল চলছে। নাকভি ক্রিকেটারদের আরও বলেছেন, 'বাইরের কোনও কথায় কান দেয়ার দরকার নেই। শুধুমাত্র পাকিস্তান জার্সির কথা ভেবে খেল। দলগত পারফরম্যান্সেই জয় আসবে।' আরও বলেছেন, 'তোমাদের থেকে দেশ অনেক কিছু আশা করে। সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে।'

আইপিএলের জন্যই

বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া : ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গেল বছর স্বাগতিক ভারতকে হারিয়ে রেকর্ড ষষ্ঠ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপ জয়ের জন্য আইপিএলকে কৃতিত্ব দিলেন অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। বিশ্বকাপে টানা ১০টি ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় রোহিত শর্মাদের। সেই ম্যাচে ওয়ার্নার খুব বেশি রান করতে পারেননি যদিও। কিন্তু অন্য ওপেনার ট্র্যাভিস হেড ১২০ বলে ১৩৭ রানের অনবদ্য এক ইনিংস খেলেন। ২৪১ রান তাড়া করতে নেমে ৪২ বল হাতে রেখেই ৬ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া। সেই জয় প্রসঙ্গে ওয়ার্নার বলেন, 'আমরা আইপিএল খেলেছি। জানি ভারতের পিচ কেমন। আবহাওয়া, পরিস্থিতি, পিচ, সবই আমাদের পরিচিত। লাল মাটি হলে কেমন পিচ হবে, কালো মাটি হলে কেমন হবে আমরা সবই জানতাম। এগুলোই আমাদের সাহায্য করেছে।' টেস্ট এবং একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ওয়ার্নার। এ বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবেন। ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল আহমেদাবাদে। সেটাও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে গিয়েছিল বলে মনে করছেন ওয়ার্নার। তিনি বলেন, 'আমাদের কিছু হারানোর ছিল না। ২০০৯ সাল থেকে আমরা ভারতের মাঠগুলো ভালো করে চিনতে শুরু করেছি। আহমেদাবাদ এমন একটা মাঠ, যেখানে অস্ট্রেলিয়ার মতোই বাউন্ডারি। আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম মেলবোর্নের মাঠকে মাথায় রেখে। বল করার সময় ভারতকে আমরা দূরের বাউন্ডারিতে মারতে বাধ্য করছিলাম। বুকের উচ্চতায় বল করছিলাম। ব্যাট করার সময় ফাঁক খুঁজছিলাম মেলবোর্নকে মাথায় রেখেই। সেই কারণে সহজে দু'রান নিতে পারছিলাম।' ওয়ার্নার মনে করেন না অস্ট্রেলিয়ার জয়টা নিছক কোনো ঘটনা। তার মতে, 'অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা পরিকল্পনা কাজে লাগাতে সফল হয়েছিল। অজি এই ওপেনার বলেন, আমাদের দল খুবই অভিজ্ঞ। যেভাবে খেলব ভেবেছিলাম, ঠিক সেভাবেই খেলতে পেরেছি। কারণ আমরা উইকেটটা বুঝতে পেরেছিলাম।'

একই দিনে জার্সি প্রকাশ ভারত-পাকিস্তানের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট বিশ্বে ভারত-পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কারোই অজানা নয়। দুই দলের মাঠের লড়াই সমর্থকদের মনে বাড়তি উন্মাদনা কাজ করে। ১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের একটি জায়গায় মিলে গেছে ভারত ও পাকিস্তান। একই দিনে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি প্রকাশ করেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এ দুই দল। আসন্ন বিশ্বকাপে একই গ্রুপে আছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। আগামী ৯ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নাসাও কান্ট্রি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বের হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। সমর্থকদের কাছে এ ম্যাচের টিকিটের চাহিদাও তুঙ্গে। এ দুই দেশের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি দেখা যায়। তবে এবার বিশ্বকাপের আগেই মিলে গেল এ দুই দেশের ক্রিকেট। এরই মধ্যে দুই দলের জার্সির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের জার্সি গায়ে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা আর পাকিস্তানের জার্সি গায়ে বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানদের ছবি এখন নেট দুনিয়া ভাইরাল। যা নিয়ে আবার সমর্থকদের মধ্যে আলোচনাও তুঙ্গে। ভারতের জার্সিতে এবার গেরুয়া রঙের আধিপত্য রয়েছে। দুটি হাতা গেরুয়া রঙের। জার্সির পাশেও গেরুয়ার বর্ডার আছে। হাতায় সাদা রঙের তিনটি স্ট্রাইপ রয়েছে। কলারটি ভি আকৃতির। সেখানে গেরুয়া এবং নীল রঙ মেশানো। জার্সির সামনে ইন্ডিয়া লেখাটিও গেরুয়া রঙের। হাতার একদম শেষের দিকে নীল রঙের ছাপ আছে। পাকিস্তানের জার্সিতে গাঢ় ও হালকা সবুজ রঙের আধিক্য আছে। পাকিস্তানের জার্সির গলায় আছে বোতাম, কলারও আছে আলাদা। জার্সির ডানে আছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লোগো, বামে পাকিস্তান ক্রিকেটের লোগো। পাকিস্তানের জার্সিকে নাম দেয়া হয়েছে ম্যাট্রিক্স জার্সি। জার্সির ডিজাইনের কারণেই দেয়া হয়েছে এমন নাম।

'রিয়ালের মাঠে লড়াইটা হবে সমানে সমান'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লা লিগা ট্রফি নিশ্চিত রিয়াল মাদ্রিদের। এখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে 'ডাবল' পূরণ করতে চায় স্প্যানিশ জায়ান্টরা। এ অর্জনে তাদের সামনে বাধা বায়ার্ন মিউনিখ। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বায়ার্ন মিউনিখ ও রিয়াল মাদ্রিদের প্রথম লেগ হয়েছিল ড্র। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ফিরতি লেগ তাই দুই দলের জন্যই বাঁচা-মরার লড়াই। জিতলেই চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখ আর রিয়াল মাদ্রিদের এই লড়াইকে অনেকে 'ইউরোপিয়ান ক্ল্যাসিকো'ও বলেন। সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় মুখোমুখি হবে দুই দল। এমন দ্বৈরথের উত্তাপ কেমন হতে পারে, তা আঁচ করতে পারছেন থমাস মুলার। বায়ার্ন মিউনিখ ফরোয়ার্ডের মনে হচ্ছে, রিয়াল মাদ্রিদের মাঠে লড়াইটা হবে সমানে সমান।

হাইভোল্টেজ এই ম্যাচের আগে ক্লাবের ওয়েবসাইটে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মুলার। যেখানে বার্নাব্যুতে খেলতে মুখিয়ে থাকার কথা জানিয়েছেন তিনি। মুলার বলেন, 'সান্তিয়াগো বার্নাব্যু দেখতে তর সইছে না আমার। স্টেডিয়ামটি সবেমাত্র সংস্কার করা হয়েছে। যে বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করে, তা হচ্ছে, মাঠটি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত।'

প্রতিপক্ষ রিয়ালের প্রশংসাও করলেন মুলার, 'রিয়াল মাদ্রিদের বহু রূপ। যেহেতু তারা জানে প্রতি-আক্রমণে তাদের দুর্দান্ত খেলোয়াড় আছে, তারা ডিফেন্ডও ভালোমতো করে। তাদের এই কৌশল কিছু সময়ে পুরোপুরি কাজেও লেগেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের নিয়মিত সেমি-ফাইনালে খেলা কোনো কাকতাল নয়। রিয়াল মাদ্রিদ খুবই বিপজ্জনক দল।'

রিয়ালকে হারানোর বিষয়ে মুলার বলেন, 'সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের নিয়মিত সেমিফাইনালে খেলা কোনো কাকতাল নয়। মাদ্রিদ খুবই বিপজ্জনক দল, কিন্তু তাদের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানোর উপায় আছে। আমরা তাদের হারাতে পারব কিনা, সেটা নির্ভর করবে বল পায়ে রেখে খেলতে পারছি, কি পারছি না, তার ওপর।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR